যুগান্তর

তারিখ ...16 MAR 2009

পৃষ্ঠা - ১৬ কলাম - ৬

শিগগিরই নতুন শিক্ষা কমিশন

এ পর্যন্ত গঠিত ৬টি কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি

যুগান্তর রিপোর্ট

যে কোন সময় নতুন শিক্ষা কমিশন ঘোষিত হতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পরপরই তা প্রকাশ করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী জার্মানি যাওয়ার আগে প্রস্তাবটিতে সম্মতি দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র শিক্ষা : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৩

শিক্ষা : কমিশন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জানিয়েছে, শিক্ষানীতি প্রস্তুতের পর তা বাস্তবায়নে যাতে বিলম্ব না হয়, সে লক্ষ্যে পাঠ্যবই সংশোধন ও শিক্ষাক্রম পুনর্গঠনসহ অন্যান্য কাজ আগেভাগেই শেষ করার প্রক্রিয়া নেয়া হয়েছে।

এদিকে স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত মোট ছয়টি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু একটি কমিশনের সুপারিশও আজ পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। সর্বশেষ বিগত জোট সরকারও দুটি কমিশন গঠন করেছিল। এর মধ্যে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিএর কমিশনটি নানা কারণে ব্যাপক আলোচিত ছিল। তবে ওই কমিশনের সুপারিশও সরকার বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এ অবস্থার মধ্যেই সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর নতুন শিক্ষা কমিশন করার ঘোষণা দিয়েছে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের মে মাসে প্রথমে গঠিত হয় বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশন)। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওই বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর এ কমিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ওই কমিশন যেসব সুপারিশ করেছে তার মধ্যে তিন স্তরের শিক্ষা ছিল অন্যতম। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা হবে। সুপারিশ অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ১৯৮৩ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে একটি প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি এবং একটি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন। সুপারিশের পর ৩২ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়ে আরও ৫টি কমিশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু কোন সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা হয়নি। অবৈতনিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করলেও তা বিদ্যমান রয়েছে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়নি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি করছে।

পরে ১৯৭৯ সালে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য কাজী জাফর আহমেদ ও আবদুল বাতেনকে সভাপতি করে জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৮৭-৮৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমদ) প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বেশকিছু সুপারিশ প্রণয়ন করে। এসব সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— ২০০০ সাল নাগাদ ৮ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ১৯৮৭-৮৮ সালে এ কমিশন বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক, এ স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ ইত্যাদি সুপারিশও করে।

১৯৯৫ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ড. শামসুল হককে প্রধান করে আরেকটি কমিশন গঠন করে। ওই কমিশনের রিপোর্ট মূলত ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্টের আলোকেই তৈরি হয়েছিল। তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এ কমিশনের সুপারিশের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কমিশনের সুপারিশ ছিল অনার্স হবে চার বছরের প্রোগ্রাম। সুপারিশ প্রদানের পরপরই তা বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের অনার্স এবং ৩ বছরের পাস কোর্স চলছে।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১০০ দিনের কার্যক্রমের আওতায় ২০০১ সালের ২৪ ডিসেম্বর শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ আবদুল বারীকে সভাপতি করে গঠিত এ কমিটিকে একটিমাত্র দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তা হচ্ছে কমিটি দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার চিহ্নিত করবে। সংস্কার কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ আবদুল বারী রিপোর্টের ভূমিকায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে আবেদন করেছিলেন, অন্যান্য প্রতিবেদনের মতো এ রিপোর্টের সুপারিশও যেন ফাইলবন্দি হয়ে না থাকে। একই সঙ্গে তিনি এটি বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশেষ সেল গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু এতসব করার পরও সংস্কার কমিটির সুপারিশের কোন অংশ সরকার কার্যকর ও বাস্তবায়ন করেনি। বরং এরপরই অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিএাকে প্রধান করে জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩ গঠন করা হয়। ওই কমিশন সাধারণ শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্যে সুপারিশ করে।